

2340 - জীনদরে জগত

প্রশ্ন

আমি কুরআনে কারীমে জীন সম্পর্কে পড়ছি। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বরূপ কী সটো জানি না। যদি সম্ভব হয় তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে তাদের সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করুন। ওয়াস-সালামু আলাইকুম।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কুরআন-সুন্নাহর দলিল জীনদরে অস্তিত্বের প্রমাণ করেছে এবং আরও প্রমাণ করেছে যে, এই জগতে তাদেরকে সৃষ্টি করার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদত করা; তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** “জ্বনি ও মানুষকে আমি আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করছি।” [সূরা যারিয়াত: ৫৬] তিনি আরও বলেন: **يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي** “হে জীন ও মানুষেরে দল! তোমাদের কাছে কতিতোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করত?” [সূরা আন'আম: ১৩০]

জীনদরে জগত একটি স্বতন্ত্র জগত। এর বিশেষ কিছু প্রকৃতি রয়েছে। এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যগুলোর মানবজাতির অগোচরে রয়েছে। তাদের ও মানুষের মাঝে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো উভয়ের বুদ্ধিমত্তা ও অনুধাবনশক্তি আছে এবং সঠিক ও ভুল পথ বাছাই করার সক্ষমতা আছে। তাদেরকে ‘জীন’ বলে অভিহিত করা হয় কেননা তারা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: **إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ** “সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখতে পায়; কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।” [সূরা আ'রাফ: ২৭]

জীনদের উৎস:

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে জীন সৃষ্টির উৎস প্রসঙ্গে বলেছেন: **وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ** “তার আগে জ্বীনকে সৃষ্টি করছি প্রচণ্ড উষ্ণ আগুন থেকে।” [সূরা হজির: ২৭] তিনি আরও বলেন: **وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ** “আর জীনকে সৃষ্টি করছেন ধূমবাহীন অগ্নিশিখা থেকে।” [সূরা আর-রহমান: ১৫]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:



“ফরেশেতার নূর থেকে সৃষ্ট, জীনরা আগুন থেকে সৃষ্ট, আর আদম আলাইহিস সালাম এমন বস্তু থেকে সৃষ্ট যার বর্ণনা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।”[হাদীসটি মুসলিম (৫৩১৪) বর্ণনা করেন]

জীনদের প্রকারভেদে:

আল্লাহ তাআলা জীনদেরকে নানা প্রকারে সৃষ্টি করছেন। জীনদের মাঝে কউে কউে নানান রূপ ধারণ করতে পারে। যমেন: কুকুর, সাপ। কউে কউে ডানাবিশিষ্ট প্রবহমান বাতাস হয়ে যায়। কউে বশিরাম গ্রহণ করে তারপর যাত্রা করে। আবু সা'লাবা আল-খুশানী বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “জীনরা তিন প্রকার: এক প্রকারের ডানা আছে, তারা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। আরেক প্রকার সাপ ও কুকুরের রূপ ধারণ করে। অন্য প্রকারটি কখনও সফর করে, কখনও যাত্রা বরিত্তি করে।”[হাদীসটি ইমাম তবহাভী তার ‘মুশকলিল আছার’ (৪/৯৫) গ্রন্থে, তবাবারানী ‘আল-কাবীর’ (২২/২১৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী মশিকাত (২/১২০৬, ৪১৪৮ নং) গ্রন্থে বলেন: হাদিসটি ‘তবহাভী ও আবুশ শাইখ সহিহ সনদে বর্ণনা করছেন]

জীন ও আদম সন্তান:

প্রত্যেকে আদম সন্তানদের সাথে একজন জীন সঙ্গী আছে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের মধ্যে এমন কউে নই যার সাথে তার একজন জীন ও একজন ফরেশেতা সঙ্গী হিসেবে নযুক্ত করে দেওয়া হয়নি। সাহাবীরা জিজ্ঞাসে করলেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথেও কি?’ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: “আমার সাথেও; তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জীন শয়তানদের ব্যাপারে সাহায্য করছেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই সে কখনো আমাকে কল্যাণকর কাজ ছাড়া ভিন্ন কোন পরামর্শ দিয়ে না।”[হাদীসটি মুসলিম (২৮১৪) বর্ণনা করেন]

ইমাম নববী সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে (১৭/১৭৫) বলেন: ‘সে ইসলাম গ্রহণ করেছে ... অর্থাৎ সে মুসলিম ও মুমিন হয়ে গিয়েছে। এটাই বাহ্যিক অর্থ। কাযী বলেন: জনৈক রাখুন, উম্মতের সবাই এ ব্যাপারে একমত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শরীর, মন ও জিহ্বার ক্ষেত্রে শয়তানদের প্রভাব থেকে মুক্ত। উক্ত হাদীসে সঙ্গী শয়তানদের ফতিনা, ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ও বিভিন্ন নীতি থেকে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে সঙ্গী শয়তান আমাদের সাথেই আছে তাই আমরা যেন সাধ্যমত তার থেকে সতর্ক থাকি।’[সমাপ্ত]

তাদের শক্তি-সামর্থ্য:

আল্লাহ তাআলা জীনদেরকে এমন শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন যা মানুষদেরকে তিনি দেননি। তাদের কিছু সক্ষমতার কথা আল্লাহ জানিয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছে: দ্রুত গমন করা। আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে জীনদের মধ্যকার

এক দৈত্য অঙ্গীকার দিয়েছিলি যে ইয়মেনেরে রাণীর সতিহাসন বাইতুল মাকদসিএ এত দ্রুত নিয়ে আসবে যা একজন ব্যক্তির বসা থেকে দাঁড়ানোর মধ্যকার সময়ে হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي

জ্বীনদের মাঝে এক দৈত্য বলল: ‘আপনি আপনার জায়গা থেকে ওঠার আগাই আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসছি। আর এ কাজ করার জন্য আমি অবশ্যই শক্তিমিন ও বশ্বিস্ত।’ যার কাছে কতিবেরে জ্ঞান ছিল সে বলল: ‘আপনার চোখ আপনার দকি ফরোর আগাই (চোখেরে পলকরে মাঝাই) আমি আপনাকে তা এনে দেব।’ অতঃপর সুলাইমান যখন তার সামনে সতিহাসনটি স্থির দেখতে পলে তখন বলল: ‘এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ।’ [সূরা নামল: ৩৯-৪০]

জীনদের খাদ্য ও পানীয়:

জীনরো খাদ্য গ্রহণ করে এবং পানীয় পান করে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “জীনদের পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী আমাকে নতি আসল। আমি তার সাথে গলোম এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনলাম।” রাবী (ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: (নবীজী বলেন:) সে আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন নদির্শন ও আগুনরে চহ্ন দেখোল। তারা তাঁর কাছে খাদ্য চয়ে বসলে তিনি বললেন: “যে জন্তু আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে তার হাড় তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হাতেরে স্পর্শে তা পুনরায় গশেতে পরপূর্ণ হয়ে যাবে। পশুর বশ্বিষ্ঠা তোমাদের পশুর খাদ্য।” তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (সাহাবীদেরকে) বললেন: “তোমরা এগুলো ঢলি হসিবে ব্যবহার করবে না। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জীনদের খাদ্য।” [হাদীসটি মুসলিম (৪৫০) বর্ণনা করেন]

অন্য বর্ণনায়, ‘আমার কাছে নাসীবীন অঞ্চলেরে জীনদের প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা ভালো জীন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্য চাইলে আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম যে তারা যেনে কোনো হাড় বা গোবর পলেই তাতে তারা খাদ্য পয়ে যায়।’ [হাদীসটি বুখারী (৩৫৭১) বর্ণনা করেন] সুতরাং যে সমস্ত পশু আল্লাহর নামে যবহে করা হয়েছে তার হাড় ঈমানদার জীনদের জন্য। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য আল্লাহর নাম ছাড়া যবহেক্ত পশু বধে করেনি। যে পশু যবহে করার ক্ষত্রে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা কাফরে জীনদের জন্য।

জীনদের পশু:

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীস অনুসারে জীনরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খাদ্যদ্রব্য চাইলে তিনি বললেন: ... সব রকমেরে বশ্বিষ্ঠা ও গোবর তোমাদের পশুর খাদ্য।

জীনদরে বাসস্থান:

আমরা যে পৃথিবীপৃষ্ঠে বসবাস করি জীনরো তার উপরই বসবাস করে। পোড়োবাড়ি ও অপরিস্কার জায়গা যমেন বাথরুম, টয়লেটে, আবর্জনা ও কবরস্থানে তারা বেশি পরিমাণে থাকে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে নরিদশেনা হচ্ছে এই সমস্ত স্থানে প্রবশেরে ক্ষতেরে সুরক্ষার মাধ্যমগুলো গ্রহণ করা। আর সটো হলো শরীয়তসম্মত যকিরি-আযকার পড়ার মাধ্যম। এর দলীল হচ্ছে আনাস ইবনে মালকে রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শটোচাগারে প্রবশেরে সময় বলতেন: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ** “হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট দুশ্ট পুরুষ জীন ও নারী জীন থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।” [হাদীসটি বুখারী (১৪২) ও মুসলিম (৩৭৫) বর্ণনা করেন] খাত্তাবী বলেন: **خُبْثٌ** শব্দটি **خَبِيثٌ** এর বহুবচন। আর **خَبَائِثٌ** শব্দটি **خَبِيثَةٌ** এর বহুবচন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য পুরুষ ও নারী শয়তান জীন।

মুমনি জীন ও কাফরে জীন:

মহান আল্লাহ জীনদরে ব্যাপারে বলেন:

(وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا 15)

“আমাদের মাঝে মুসলিমেরো (আত্মসমর্পণকারীরা) আছে, আবার আমাদের মাঝে বপিথগামীরাও আছে। যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাঁরাই সঠিক পথ খুঁজে নিয়েছে। আর যারা বপিথগামী তারা হবো জাহান্নামেরে জ্বালানি।” [সূরা জীন: ১৪-১৫]

বরং তাদের মধ্যে যারা মুসলিম নেকেকাজ ও আল্লাহর আনুগত্যেরে ক্ষতেরে তাদের মাঝেও তারতম্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা একই সূরায় বলেন: **وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ دُونِ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا** “আমাদের মাঝে কতক আছে সৎকর্মপরায়ণ; আর কতক এর ব্যতিক্রম। আমরা হলাম নানান মতেরে অনুসারী বিভিন্ন দল।” [সূরা জীন: ১১]

এই উম্মতেরে প্রথম প্রজন্মেরে জীনদরে ইসলাম গ্রহণেরে ঘটনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায বাজারেরে উদ্দেশ্যে রওনা করেন। এ সময়ে দুশ্ট জীনদরে উর্ধ্বলোকেরে সংবাদ সংগ্রহেরে পথে প্রতিনিধকতা দেখো দলি এবং তাদের দকি অগ্নপিণ্ডি নিক্ষিপ্ত হল। ফলে শয়তানরা নজি সম্প্রদায়েরে কাছে ফিরে আসল। তাদের সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করল: ‘তোমাদের কী হয়েছে?’ তারা বলল: ‘আমাদের ও আকাশেরে সংবাদ সংগ্রহেরে মাঝে প্রতিনিধকতা দেখো দিয়েছে এবং আমাদের দকি অগ্নপিণ্ডি ছুঁড়ে মারা হয়েছে।’ তখন তারা বলল: ‘নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটছে বলই তোমাদের ও আকাশেরে সংবাদ সংগ্রহেরে মধ্যে প্রতিনিধকতার সৃষ্টি হয়েছে। তাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বচিরণ করে দেখে, কী কারণে তোমাদের ও আকাশেরে সংবাদ সংগ্রহেরে মধ্যে প্রতিনিধকতা সৃষ্টি হয়েছে?’ ফলে তাদের যে দলটি তহিমার দকি গিয়েছিলো,

তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন উকায বাজারের পথে নাখ্লাম নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। তারা যখন কুরআন পাঠ শুনতে পলে, তখন কুরআনের দিকে মনোযোগ দলি। অতঃপর তারা বলে উঠলো: ‘আল্লাহর শপথ! এটাই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিনিধিকতা সৃষ্টি করেছে। এরপর যখন তারা সম্প্রদায়ের নকিট ফরি আসল, তারা বলল: ‘হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বস্মিয়কর কুরআন শুনছি, যা সঠিক পথ নির্দেশে করে, ফলে আমরা এতে ঈমান এনছি এবং কখনো আমরা আমাদের প্রতাপালককে সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।’ এ প্রক্শাপটই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সূরা জীন নাযলি করেন। মূলতঃ তাঁর নকিট জীনদের বক্তব্যই ওহীরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। [হাদীসটি বুখারী (৭৩১) বর্ণনা করেন]

কয়ামতের দিনি তাদের হিসাব:

কয়ামতের দিনি জীনদের হিসাব নেওয়া হবে। মুজাহদি রাহমাহুল্লাহ আল্লাহর বাণী: **وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ** “আর জীনরো অবশ্যই জানে যে তাদেরকে হাজরি করা হবে।”-এর ব্যাখ্যায় বলেন: ‘হিসাবের জন্য হাজরি করা হবে।’ [সহীহ বুখারী: বাবু যকিরলি জিন্নি ওয়া-সাওয়াবহিমি ওয়া-ইক্বাবহিমি]

জীনদের অনষ্টি থেকে সুরক্ষা:

জীনরা যহেতে আমাদেরকে দেখতে পায় কনিতু আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না সহেতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে বাঁচার বহুবধি পন্থা আমাদেরকে শখিয়ে দিয়ে গছেন। যমেন: আল্লাহর কাছে বতিড়তি শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া। সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া।

এছাড়া আল্লাহর কাছে তার এই বাণীর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা:

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

“আর বলুন: ‘হে আমার প্রভু! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। হে আমার প্রভু! আমার কাছে তারা উপস্থিতি হওয়া থেকেও আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।’” [সূরা মূমিন: ৯৭-৯৮]

অনুরূপভাবে ঘরে প্রবশে করা, খাবার গ্রহণ করা, পানীয় পান করা, সহবাস করা প্রভৃতির পূর্ববে বসিমল্লাহ পাঠ করা শয়তানকে মানুষের ঘরে রাত্রি-যাপন করা থেকে, মানুষের সাথে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ ও সহবাস করা থেকে বাধা দেয়। একইভাবে শটোচাগারে প্রবশের আগে ও কাপড় খেলার আগে বসিমল্লাহ বলা জীনকে মানুষের গোপনাঙ্গ দেখতে ও তার ক্শতিকরতে বাধা দেয়। এর দলীল হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “জীন ও মানুষের গোপন অঙ্গের মাঝখানের পর্দা হলো শটোচাগারে প্রবশেকালে ‘বসিমল্লাহ’ বলা।” [হাদীসটি তিরমযী (৫৫১) বর্ণনা করেন। এটি সহীহুল জামে গ্রন্থে আছে]

ব্যক্তির ঈমান ও দ্বীনরে দৃঢ়তা তাকে জীনরে দ্বারা ক্షতগ্রিস্ত হওয়া থেকে বাধা দেয়। বরং এমনও হয় যে তারা যদি কোনে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় তাহলে ঈমানদার সেই লড়াইয়ে বজি়ী হয়। এর দলীল হচ্ছে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে এক সাহাবী এক জীনরে সাক্ষাৎ পলে। তারা কুস্তি শুরু করলে মানুষটা তাকে পরাজতি করে দলি। তারপর মানুষটা তাকে বলল: ‘আমি তো দেখতে পাচ্ছি তুমি খুব ছপিছিপে লকিলকি। তোমার দুই বাহু যনে কুকুররে বাহু। তোমরা জীনরো কি এমন নাকি তুমি তাদরে মাঝে এমন?’ জীন বলল: ‘না, বরং আমি তাদরে মাঝে শক্ত-পোক্ত। কিন্তু আমার সাথে আরকেবার লড়াই করো। এবার আমাকে পরাজতি করলে তোমাকে এমন কিছু শখিয়ে দবি যা তোমার উপকারে আসবে।’ মানুষটা বলল: ‘হ্যাঁ’। সে বলল: ‘তুমি আয়াতুল কুরসী পড়বে।’ সে বলল: ‘হ্যাঁ’। জীন বলল: ‘তুমি কোনে ঘরে এই আয়াত পড়লে শয়তান গাধার মত বায়ুত্যাগ করতে করতে চলে যাবে, তারপর সকাল হওয়ার আগে সে ঘরে ঢুকবে না।’[হাদীসটি দারমৌ (৩২৪৭) বর্ণনা করেন]

এটি জীনদের স্বরূপ, প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আল্লাহই উত্তম সংরক্ষণকারী, তিনি সর্ব্বাধিক দয়ালু।

আরো জানতে শাইখ উমর সুলাইমান আল-আশ্কাবার রচতি ‘আলামুল জিন্নি ওয়াশ-শায়াত্বীন’ গ্রন্থটি পড়ুন।